দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

উপবৃত্তি প্রকল্প প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে

প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি প্রকল্প আত্মঘাতী একটি প্রকল্প। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি চালু হয়। পরে খাদ্যের পরিবর্তে শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু হয়েছে। কিন্তু এ উপবৃত্তি প্রাথমিক শিক্ষাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এখনো করছে। গত ১৫ বছরে রাজস্ব খাতের শত শত কোটি টাকা এ খাতে ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু তাতে লাভের পরিবর্তে ক্ষতিই হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা উপহার দিয়েছে এ উপবৃত্তি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

প্রথমত, সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়নে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জড়িত বলে এবং ঐ সভাপতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় তিনি তার আত্মীয়-স্বজনসহ তার পছন্দের পরিবারকে উপবৃত্তি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টরা সভাপতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না। তাছাড়া বেশিরভাগ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ সদস্যগণ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় থাকেন বলে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কেউ সাহস পায় না। ফলে প্রকৃত গরিব পরিবার এ কর্মসূচির বাইরেই থাকে।

দ্বিতীয়ত, উপবৃত্তি নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এলাকাবাসী কর্তৃক বিভিন্নভাবে নাজেহাল হচ্ছেন। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর ৪০% সুবিধাভোগী হওয়ায় বাকি ৬০% ছাত্রছাত্রীর পরিবারের সদস্যগণ শিক্ষকমণ্ডলীকে উপবৃত্তি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তারা শারীরিক লাঞ্ছনারও শিকার হচ্ছেন। ফলে তারা পাঠদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। উপবৃত্তির ঝামেলায় অনেকে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই স্বেচ্ছায় অবসরে যাচ্ছেন। তাছাড়া উপবৃত্তি সুবিধাভোগীর তালিকা প্রণয়ন, চাহিদা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে শিক্ষকমণ্ডলীকে একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করতে হয় বলে তাদের পাঠদান সময় সংকুচিত হয়ে গেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারছে না। মফস্বল ও গ্রাম এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলেই প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে।

তৃতীয়ত, গত প্রায় ৭/৮ বছরে এ উপবৃত্তি প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিস্তর লেখালেখি হলেও রাজনৈতিক প্রকল্প বলে তা বন্ধ করা হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি ও উপস্থিতির হার বর্তমান সময়ে যথেষ্ট বেড়েছে। মানুষ লেখাপড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে এবং হচ্ছে। তার পেছনে যৎসামান্য উপবৃত্তির কোনো ভূমিকাই নেই। বরং এ উপবৃত্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে অপবিত্র করেছে। ঐ প্রকল্পের সপক্ষে প্রকল্পের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যত যুক্তি প্রদর্শনই করুন না কেন, তার পেছনে তাদের ব্যক্তিস্বার্থই জড়িত, কোনোভাবেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নয়। ঐ উপবৃত্তি নিয়ে যথেষ্ট দুর্নীতির ঘটনাও ঘটছে। দেশপ্রেমিক কোন নাগরিক এ ধরনের জাতীয় স্বার্থবিরোধী একটি প্রকল্পের সপক্ষে কথা বলতে পারেন না।

প্রাথমিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ও শত শত কোটি টাকার অপচয় রোধকল্পে এ আত্মঘাতী প্রকল্প অতিসত্বর বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক উপজেলা শিক্ষা অফিসার।